গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লীভবন
৫, কাওরানবাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবি, ঢাকা।
তারিখঃ ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ।
সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বিআরডিবি, ঢাকা জুম এপস্ এর মাধ্যমে সংযুক্ত ৬৪ জেলার বিআরডিবি'র উপপরিচালক ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহনকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানান । বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আজকের এই ভার্চুয়াল সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি উপস্থিত সকলকে কার্যকরীভাবে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

অতঃপর মহাপরিচালক মহোদয় বলেন করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী বিভাগের ন্যায় বিআরডিবি'র কর্মকান্ডেও একধরণের ক্রান্তিকাল চলছে। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন আজকের এ সভার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান ক্রান্তিকাল উত্তরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করা, কিছু নির্দেশনা দেয়া, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং সমস্যা নিরসণের উপায় খুঁজে বের করা।

তিনি বলেন দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাব এবং সম্প্রতি শেষ হয়ে যাওয়া দীর্ঘ স্থায়ী বন্যার কারণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডে কিছুটা স্থাবিরতা দেখা দিলেও বিশেষ বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, স্তরভিত্তিক মনিটরিং এবং নিবিড় তদারকির মাধ্যমে এ স্থবিরতা কাটিয়ে সকল কর্মকান্ডে পুরনায় গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সকলকে দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের যে সকল কর্মকর্তা উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছেন এবং বিভিন্ন ট্যাগ অফিসারের দায়িত্বে থেকে জাতি গঠনমূলক কাজে ভুমিকা রেখে বিআরডিবি'র মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাদেরকে মহাপরিচালক মহোদয় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সাথে যে সকল সহকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মহাপরিচালক মহোদয় তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন করোনার কারণে ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়ায় মাঠকর্মীদের বেতন/ভাতা হচ্ছিল না বলেই স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় সদাসয় সরকার ১৫.০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়েছেন; যাতে মাঠে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সচল থাকে এবং সঠিকভাবে কিস্তি আদায় হয়। সুতারাং, প্রণোদনার অর্থ বিতরণের প্রদত্ত পরিপত্রের অনুশাসন মেনে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সচল রেখে যাতে সঠিকভাবে ঋণের কিস্তি আদায় হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় সভায় অংশগ্রহণকারী জেলার উপপরিচালক ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান কারেন। তিনি বলেন বিআরডিবি'র কর্মকান্ড, কর্মকান্ডের অগ্রগতি এবং মাঠ পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় চিন্তিত। আর এ জন্যই আজকের এ সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।

মাঠ পর্যায় থেকে বিআরডিবি'র যে চিত্র প্রতিনিয়ত সদরদপ্তরে আসে তা অত্যন্ত নাজুক বলে উল্লেখ করে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন বর্তমানে প্রায় ১১০০.০০ কোটি টাকা সীড ক্যাপিটালের মধ্যে ৫৩৫.০০ কোটি টাকাই মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী এবং অন্যান্য খেলাপী ও ব্যাংকের লিয়েন সমস্যায় আরো প্রায় ১০০.০০ কোটি টাকা বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া, কোন কোন উপজেলায় আয়ের চেয়ে ব্যয়

বশি। কিছু উপজেলায় কোন কোন ইউআরডও একটি অর্থ বছরে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিআরডিবি'র অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে এবং এমন সমস্যা তৈরি হবে যা সামলানো সম্ভব হবে না।

দীর্ঘ মেয়াদী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা, হস্তমজুত ও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে দুদক/ফৌজদারী মামলা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন আইন প্রয়োগ করা বড় কথা নয়, খেলাপী আদায় ও হস্তমজুত/আত্মসাৎ উদ্ধারপূর্বক সংশোধন করাই মূল লক্ষ্য। তিনি লোহাগড়া উপজেলা এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে নির্দেশনা দেন যে কোন উপজেলায় কোন আর্থিক অনিয়ম থাকলে তা দ্রুত উদঘাটনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে আগামী আক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ মাস থেকে ইতঃমধ্যে গঠিত ২০ টি পরিদর্শন টিম ও ০৫ টি টাস্কফোর্স মাঠ পরিদর্শনকালে তা তদারকি করতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে মামলা এবং হস্তমজুত ও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে দুদক/ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করার মতো কিছু ইউসিসিএ'র তহবিল ও অন্যান্য সাপোর্ট না থাকায় এ সকল ইউসিসিএ'র এ ধরণের মামলার সাপোর্ট সদরদপ্তর থেকে করা হবে মর্মে উল্লেখ করে মহাপরিচালক মহোদয় সকলকে নির্ভয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

অতঃপর জেলার উপপরিচালকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং জেলার উপপরিচালকগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক্র নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	সভায় আলোচনা করা হয় যে, করোনা ভাইরাস প্রদুর্ভাবকালীন ও পরবর্তীতে এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গত ০৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪৭. ৬২. ০০০০. ২০৫. ১৮. ০০১. ১৮. ৩৩৮৫ নং স্মারক মূলে এক গুচ্ছ অনুশাসন জারি করা হয়। এ অনুশাসনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে সভায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।	গত ০৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪৭. ৬২. ০০০০. ২০৫. ১৮. ০০১. ১৮. ৩৩৮৫ নং স্মারক মূলে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)। ২। ইউআরডিও (সকল)।
২।	ঋণ বিতরণ, আদায় ও খেলাপীর যে চিত্র প্রতিনিয়ত সদরদপ্তরে আসে তা অত্যন্ত নাজুক বলে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে প্রায় ১১০০.০০ কোটি টাকা সীড ক্যাপিটালের মধ্যে ৫৩৫.০০ কোটি টাকাই মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী এবং অন্যান্য খেলাপী ও ব্যাংকের লিয়েন সমস্যায় আরো প্রায় ১০০.০০ কোটি টাকা বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া, কোন কোন উপজেলায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বশি। কিছু উপজেলায় কোন কোন ইউআরডও একটি অর্থ বছরে কোন ঋণ বিতরণ করনি। এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিআরডিবি'র অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে এবং এমন সমস্যা তৈরি হবে যা সামলানো সম্ভব হবে না মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের ৩০% আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ এর মধ্যে এবং ৫০% আগামী মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ এর মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্রাশপ্রোগ্রাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নোটিশ প্রদান, মাইকিং, সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ইত্যাদি কার্যক্রম জোরালোভাবে গ্রহণ করতে হবে। ২। উপজেলা পর্যায়ে আয়ের চেয়ে যাতে ব্যয় বশি না হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)। ২। ইউআরডিও (সকল)।
৩।	সভায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত প্রদত্ত সাধারণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কর্মস্থলে উপস্থিতি, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন, ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং সকল প্রকার অনিয়মসমূহ দূর করে ঋণ কার্যক্রম, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়মিতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ছাড়া মাঠে কোন প্রকার অনিয়ম সংঘঠিত হয়ে থাকলে তা	১। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত প্রদত্ত সাধারণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কর্মস্থলে উপস্থিতি, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন, ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং সকল প্রকার অনিয়মসমূহ দূর করে ঋণ	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)। ২। ইউআরডিও (সকল)।

	কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সময়ে হয়েছে এ সব কিছু চিহ্নিত করে রাখার বিষয়টিও বিশেষভাবে সভা আলোচনা করা হয়।	কার্যক্রম, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়মতকরণ করতে হবে। ২। কোন প্রকার অনিয়ম সংঘঠিত হয়ে থাকলে তা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সময়ে হয়েছে সব কিছু চিহ্নিত করে রাখতে হবে।	
৪।	সভায় আলোচনা করা হয় ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক নানামূখি সমস্যা তৈরি করে। এ প্রেক্ষিতে উপপরিচালক, সাতক্ষীরা, এ জেলায় ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে একটির বেশি সিসি খোলা হয় না। ফলে মাসে একবার একটি সিসিতে ঋণ নেয়ার জন্য সকলকে অপেক্ষা করতে হয়; যা ঋণ কর্মকান্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে প্রতি ডিসেম্বর মাসে অবশিষ্ট অনাদায়ী ঋণের উপর সুদ চার্জ করে এবং আসলের সাথে যুক্ত করে ফলে ডিসেম্বর মাসের পর থেকে সুদের উপ সুদ চার্জ হয়। এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সভা করে সমাধান করা দরকার। তাই, সোনালী ব্যাংকের ঋণ থেকে বের হয়ে আসার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি Exit plan প্রস্তুত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিচালক (সরেজমিন) কে উপদেষ্টা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কে আহ্বায়ক এবং যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম) কে সদস্য সচিব করে যুগ্ম পরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প), যুগ্ম পরিচালক (মউ), কর্মসূচি পরিচালক (আরএলপি), উপরিচালক (সমবায়, সম্প্রসারণ, ঋণ, পরিকল্পনা,বিশেষ প্রকল্প ও সেচ) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। এ কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে Exit plan এর একটি রূপরেখা মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করবে।	১। পরিচালক (সরেজমিন) ২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ)।
৫।	মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় জনবলের সংকটের বিষয়টি সভায় আলোচনা করে বলা হয় প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের ব্যবস্থা করা হলে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।	যে সকল উপজেলায় ইউআরডিও, এআরডিও এবং হিসাবরক্ষক কেহই কর্মরত নেই সে সকল উপজেলায় কর্মকর্তা পদায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলার উপপরিচালকদের জনবলের সমন্বয়ের প্রস্তাব এবং মহিলা উন্নয়ন (মউ) অনুবিভাগের মাঠসংগঠকদের পদায়নের প্রস্তাব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)।
৬।	সভায় আলোচনা করা হয় মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ১৫/১৬ টি প্রকল্প/কর্মসূচি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৭/৮ টি প্রকল্প/কর্মসূচি যেমন দুপউস, মবিকেউস, গ্রামউক, গ্রামউকসক, দুএদাবী, ব্যানপিএইচসি ইত্যাদি নামে মাত্র রয়েছে, কার্যক্রম তেমন নেই। কিন্তু আলাদা আলাদা হওয়ায় এগুলোর রিপোর্ট রিটার্ন আলাদা আলাদা করতে বেশ সমস্যা তৈরি হয়। তাই এসকল প্রকল্প/কর্মসূচি একীভুত করা প্রয়োজন।	সদাবিক, দুপউস, মবিকেউস, গ্রামউক, গ্রামউকসক, দুএদাবী এবং ব্যানপিএইচসি এই ০৭ টি কর্মসূচি দ্রুততার সাথে একীভূত করতে হবে। এ লক্ষ্যে যুগ্ম পরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প) প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	যুগ্ম পরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)।

৭।	সভায় আলোচনা করা হয় যে বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতের প্রাপ্ত সুদের উপর বর্তমানে উৎসে কর কর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু ইতঃপূর্বে বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতের সুদের উপর উৎসে কর কর্তন করা হতো না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়।	পূর্বের ন্যায় বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতের প্রাপ্ত সুদের উপর যাতে উৎসে কর কর্তন করা না হয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে আলোচনা ও পার্স্যু করার জন্য পরিচালক (অর্থ) কে আহ্বায়ক, উপপরিচালক (হিসাব) ও উপপরিচালক (বাজেট) কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হলো।	পরিচালক (অর্থ)।
৮।	সভায় আলোচনা করা যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম) – কে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময় বিআরডিবি'র সকল তথ্য উপস্থাপন করতে হয়। তাই তথ্যের সঠিক উপস্থাপনের সুবিধার্থে যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম) এর নিকট মাঠ পর্যায়ের সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির ঋণ, সাংগঠনিক ও পুঁজি গঠন কার্যক্রমের তথ্য থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	এখন থেকে ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি জেলার উপপরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা হতে সংগ্রহপূর্বক সমন্বিত আকারে যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম) এর নিকট প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট অংশ স্ব স্ব কর্মসূচি পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন। কর্মসূচি পরিচালকগণ তাদের কর্মসূচি বিষয়ক তথ্যাদি মতামতসহ সরেজমিন বিভাগে (যুগ্ম পরিচালক, সিসিএম এর নিকট) প্রেরণ করবেন।	১। প্রকল্প পরিচালক (সকল)। ২। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)।
৯।	মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী ঋণ আদায়ের প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রণোদনা সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন, দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ খেলাপী, হস্তমজুত ও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সচল রাখার কর্মতৎপরতা, রেকর্ড কিপিংসহ অন্যান্য বিষয়াদি সরেজমিনে তদারকির লক্ষ্যে সদরদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ০৫ টি টাস্কফোর্স এবং ২০ টি পরিদর্শন টিম কর্তৃক মাঠ পরিদর্শনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	আগামী অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ মাস থেকে ২০ টি পরিদর্শন টিম এবং ০৫ টি টাস্কফোর্স প্রতিটি উপজেলা পরিদর্শন করবে। এ লক্ষ্যে উপপরিচালকগণ আগামী ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আওতাধীন উপজেলাসমূহের Detail List প্রতিস্বাক্ষর করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন। পরিচালক (সরেজমিন) ও পরিচালক (অর্থ) যৌথভাবে পরিদর্শন সূচি ও চেকলিষ্ট প্রণয়ন করবেন।	১। পরিচালক (সরেজমিন) ও পরিচালক (অর্থ) ২। সদস্য, টাস্কফোর্স ও পরিদর্শন টিম। ৩। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)।
১০।	বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র এক নজরে পর্যবেক্ষণ এবং ঋণ আদায়, বিতরণ ও খেলাপীর অবস্থা উর্ধ্বমুখি নাকি নিম্নমুখি তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মনিটরিং রিপোর্টিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতি আরো কিছুদিন চালু রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	মাঠ পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র এক নজরে পর্যবেক্ষণ এবং ঋণ আদায়, বিতরণ ও খেলাপীর অবস্থা উর্ধ্বমুখী নাকি নিম্নমুখী তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মনিটরিং রিপোর্টিং চলমান রাখতে হবে।	উপপরিচালক (মার্কেটিং, সমবায়, সম্প্রসারণ, ঋণ, মউ, বিশেষ প্রকল্প এবং পরিদর্শন)
১১।	সভায় আলোচনা করা হয় বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞ কিছু কর্মকর্তা	বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটে এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)।

	কর্মরত রয়েছেন। তাদের সমন্বয়ে উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) এর নেতৃত্বে একটি প্রোগ্রামিং পুল গঠনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	কর্মরত আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) এর নেতৃত্বে একটি প্রোগ্রামিং পুল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
১২।	বিআরডিবি'র মাধ্যমে ৮০'র দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরডিবিভুক্ত কৃষক সমবায় সমিতিতে সোনালী ব্যাংক হতে ঋণে বিপুল সংখ্যক সেচ যন্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সকল সেচ যন্ত্রের ঋণের সিংহভাগ আদায় হলেও এখনো বেশ কিছু ঋণ অনাদায়ী রয়েছে। যার ফলে সোনালী ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হওয়ায় বর্ণিত ব্যাংকের সাথে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ সমস্যা সমাধান হওয়া প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	সেচ যন্ত্রের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সোনালী ব্যাংকের সাথে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম) কে আহ্বায়ক এবং উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প) কে সদস্য সচিব করে উপপরিচালক (ঋণ) এবং উপপরিচালক (সেচ) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো।	যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)।
১৩।	বিআরডিবি'র মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পিআরডিপি-৩, উহদকনিক, আইডিয়েল বা এধরণের অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম সমন্বিত করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমে বৈচিত্র আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করা হয়।	বিআরডিবি'র মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পিআরডিপি-৩, উহদকনিক, আইডিয়েল বা এধরণের অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম সমন্বিত করে বিআরডিবি'র কার্যক্রমে বৈচিত্র আনয়নের লক্ষ্যে উপপরিচালক (মার্কেটিং), উপপরিচালক (সমবায়) এবং উপপরিচালক (পরিকল্পনা) উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	উপপরিচালক (মার্কেটিং), উপপরিচালক (সমবায়) এবং উপপরিচালক (পরিকল্পনা)।
১৪।	বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি এবং ইউসিসিএ'র অনেক জায়গা-জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। কোথাও কোথাও এ সকল সম্পদের সঠিক তথ্য না থাকায় তা রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	বিআরডিবি এবং ইউসিসিএ'র দশকভিত্তিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা, জায়গা-জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে পারে এমন কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগপূর্বক আইআরডিপি থেকে বিআরডিবি পর্যন্ত সম্পদের ধারা তৈরির জন্য উপপরিচালক (পরিকল্পনা) উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	উপপরিচালক (পরিকল্পনা) ।
১৫।	মেয়াদী মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা, হস্তমজুত ও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে দুদক/ফৌজদারী মামলা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে সভায় আলোচনা করা হয় আইন প্রয়োগ করা বড় কথা নয়, খেলাপী ঋণ আদায় ও হস্তমজুত/আত্মসাৎ উদ্ধারপূর্বক সংশোধন করাই মূল লক্ষ্য। কোন উপজেলায় কোন আর্থিক অনিয়ম থাকলে তা দ্রুত উদঘাটনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	কোন উপজেলায় কোন আর্থিক অনিয়ম থাকলে তা দ্রুত উদঘাটনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলার উপপরিচালক বিষয়টি তদারকি করবেন।	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)। ২। ইউআরডিও (সকল)।
১৬।	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে মামলা এবং হস্তমজুত ও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে দুদক/ফৌজদারী মামলা পরিচালনা	মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সদর দপ্তরে প্রেরণ	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)।

	করার মতো কিছু ইউসিসিএ'র তহবিল ও অন্যান্য সাপোর্ট না থাকায় এ সকল ইউসিসিএ'র এ ধরণের মামলার সাপোর্ট সদরদপ্তর থেকে করা হবে মর্মে আলোচনা করা হয়।	করতে হবে।	২। ইউআরডিও (সকল)।
১৭।	সভায় আলোচনা করা হয় যে পূর্বের ন্যায় সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির ঋণ, সাংগঠনিক ও পুঁজি গঠন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সদর দপ্তর পর্যায়ে ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান করা এবং অগ্রগতি বিশ্লেষণপূর্বক মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা ও নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন।	পূর্বের ন্যায় সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির ঋণ, সাংগঠনিক ও পুঁজি গঠন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সদর দপ্তর পর্যায়ে প্রতি মাসে ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	পরিচালক (সরেজমিন)।
১৮।	সভায় অপ্রধান শস্য প্রকল্পের ঋণ তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করে বলা হয় ঋণ তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের আলাদা আলাদা ব্যাংক হিসাব না থাকলে অন্যান্য তহবিলের ব্যয়ের সাথে ঋণ তহবিল ব্যয় হয়ে তহবিলের অবক্ষয় হতে পারে। সেজন্য আলাদাভাবে হিসাব খুলে পৃথকভাবে লেনদেন পরিচালনা করা প্রয়োজন।	অপ্রধান শস্য প্রকল্পের ঋণ তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের আলাদা আলাদা ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে ও পৃথকভাবে লেনদেন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, অপ্রধান শস্য প্রকল্প।
১৯।	সভায় আলোচনা করা হয় যে, ১৫.০০ কোটি টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে মাঠ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে কর্মচারীদের স্কেল ও শূন্য পদের তথ্যসহ নানা ভুল/ভ্রান্তি রয়েছে। এ সকল ভুল/ভ্রান্তি সংশোধন করে পুনরায় তথ্য প্রেরণ করা দরকার।	১৫.০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রপ্তি বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে কর্মচারীদের স্কেল ও শূন্য পদের তথ্যসহ যে সকল ভুল/ভ্রান্তি রয়েছে তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় তথ্য প্রেরণ প্রেরণ করতে হবে।	১। উপপরিচালক, জেলাদপ্তর (সকল)। ২। ইউআরডিও (সকল)।
২০।	সভায় উপপরিচালক, সুনামগঞ্জ বলেন এ জেলায় বেশ কিছু হাওড় রয়েছে। হাওড় অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। সদাবিকসহ অন্যান্য প্রকল্পের জনবলের গ্রাচুইটি দেয়ার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হলে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া তিনি ঋণের সুদের হার এবং সদস্য পাশবহি অভিন্ন করার প্রস্তাব করেন।	১। সুনামগঞ্জসহ অন্যান্য জেলার হাওড় অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের জনবলের গ্রাচুইটি দেয়ার ব্যবস্থা জোরদার করা ও ঋণের সুদের হার এবং সদস্য পাশবহি অভিন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে।	১। পরিচালক (পরিকল্পনা)। ২। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)।
২১।	উপপরিচালক, নেত্রকোনা বলেন দীর্ঘ মেয়াদী করোনা ও বন্যার কারণে কিস্তি আদায় ব্যাহত হয়েছে। ফলে খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুটা সুদ মওকুফের ব্যবস্থা নেয়া হলে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। উপপরিচালক, ঝালকাঠি একক ঋণ চালুর প্রস্তাব করেন।	সুদ মওকুফ এবং একক ঋণ চালুর বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সরেজমিন)
২২।	ভার্চুয়াল সভায় উপপরিচালক, বান্দরবান বলেন তার জেলায় পল্লী ভবন না থাকায় দাপ্তরিক কাজ/কর্মে ব্যাঘাৎ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ জেলায় পল্লী ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া তিনি তিন পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব দেন।	বান্দরবান জেলায় পল্লী ভবন নির্মাণ এবং তিন পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।	পরিচালক (পরিকল্পনা)।
২৩।	উপপরিচালক, পাবনা ঋণ আদায় ও বিতরণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ কর্মকর্তা ইউআরডিও এবং এআরডিওদের মটরসাইকেল প্রদান এবং টিএ বিল বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।	মাঠ কর্মকর্তা ইউআরডিও এবং এআরডিওদের মটরসাইকেল প্রদান এবং টিএ বিল বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	পরিচালক (প্রশাসন)
২৪।	সভায় উপপরিচালক, কুড়িগ্রাম জানান এ জেলায় তহবিল এবং জনবলের তীব্র সংকট রয়েছে। তিনি আরো জানান উলিপুর	উলিপুর ইউসিসিএ'র মালিকানাধীন ৭৫ বিঘা	উপপরিচালক, বিআরডিবি, কুড়িগ্রাম

	উপজেলায় ইউসিসিএ'র মালিকানাধীন ৭৫ বিঘা জমির উপর একটি বিশাল পুকুর রয়েছে। বিনিয়োগের অভাবে এ পুকুর থেকে খুব একটা আয় হয় না। বিনিয়োগ করে এ পুকুরের উৎপাদনশীলতা বাড়ালে ইউসিসিএ'র আয় বাড়বে এবং কর্মচারীদের বেতন/ভাতার সংস্থান হবে। তাছাড়া তিনি জেলা প্রশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, পল্লী অঞ্চলে কৃষকসহ অন্যান্য মানুষের শুধু ঘর-বাড়ি তৈরিতে প্রতি বছর ০১% করে আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে। তাই স্বল্প সুদে পল্লী অঞ্চলে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের একটি সরকারী উদ্যোগ রয়েছে। সরকারী এ উদ্যোগের সাথে বিআরডিবিকে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন।	জমিতে অবস্থিত পুকুরে বিনিয়োগের ব্যাপারে এবং স্বল্প সুদে পল্লী অঞ্চলে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত পত্রসহ এ উদ্যোগের সাথে বিআরডিবিকে সম্পৃক্ত করার একটি ধারণা প্রস্তাব অবিলম্বে মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।	

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি জুম এপস্ এর মাধ্যমে ভার্চয়াল সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/৯/২০২০

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

স্মারক নং ৪৭.৬২.০০০.৫০৪.০০.০৭৩.১৮.৪৯৯৭ তারিখঃ ১৪/০৯/২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

১। পরিচালক (সকল)----------, বিআরডিবি, ঢাকা।
২। যুগ্ম পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সকল) ----------, বিআরডিবি, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। উপপরিচালক (সকল)----------, বিআরডিবি, ঢাকা।
৬। উপপরিচালক (সকল), বিআরডিবি, ---------- জেলা দপ্তর।
৭। নথি কপি।

১৪/০৯/2020

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
উপপরিচালক (মার্কেটিং)